ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৪

নারীর সমতাভিত্তিক উন্নয়নে চাই সুশাসন ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ

অবস্থানপত্র

নারী ও পুরুষের সমতা এবং সকল পর্যায়ে বৈষম্যহীন অবস্থান মানুষ হিসেবে জন্মগত মৌলিক অধিকার। সভ্যতা বিকাশের শুরুর দিকে সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা থাকলেও সময়ের সাথে সাথে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো বিস্তার লাভ করেছে যা একদিকে পুরুষ আধিপত্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে অন্যদিকে নারীর অধিকারকেও অবদমিত করছে। পুরুষতান্ত্রিকতা নারীর ন্যায়বিচার, ন্যায্য অধিকার ও ক্ষমতার কাঠামোতে অভিগম্যতার অন্যতম প্রধান অন্তরায়। অন্যদিকে জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক সুশাসনে ঘাটতি এবং দুর্নীতির ফলে বিকাশমান বিচারহীনতার স্বাভাবিক শিকার হন সমাজের অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির মত নারী সমাজ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষাপট: নারীর সমান অধিকারকে সামনে নিয়ে ১৯০৯ সালে আমেরিকায় প্রথম আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো নারী শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী, শ্রমঘণ্টা নির্ধারণ ও ভোটাধিকারের দাবিতে। পরবর্তীতে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত শ্রমজীবী নারীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা **ক্লারা জেটকিন** আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব করেন। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরের বছর ১৯১১ সালের ১৯ মার্চ নারীর অধিকার আদায়ে প্রথম পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। পরবর্তীতে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশে দিবসটি পালিত হলেও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে সময় লেগেছে প্রায় ৬৫ বছর। ১৯৭৫ সালে প্রথম নারীর অধিকারকে সমুন্নত রাখতে এবং নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে জাতিসংঘ বছরটিকে **'নারী বছর'** ঘোষণার পাশাপাশি ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী নারী দিবস উদ্‌যাপন করে। দুই বছর পর ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কার্যকরী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই থেকে প্রতিবছর ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী একটি নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়ে আসছে। এবছর নারী দিবসে United Nations ঘোষিত প্রতিপাদ্য **"নারীর সমান অধিকার সকলের উন্নয়নের পূর্বশত"(Equality for women is progress for all)**।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, গণতন্ত্র, সমঅধিকার এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। টিআইবি মনে করে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার, ন্যায়বিচার ও পুরুষের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। টিআইবি প্রতিবছর নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাতীয় ও সনাক পর্যায়ে দিবসটি পালন করে থাকে। নারীর সমঅধিকার, ন্যায়বিচার ও সমমর্যাদাকে বিবেচনা করে দিবসটিকে ঘিরে টিআইবির মূল প্রতিপাদ্য **"নারীর সমতাভিত্তিক উন্নয়নে চাই সুশাসন ও কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ"**।

নারী-পুরুষের সমতায় রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার: নারী-পুরুষের সমতা মৌলিক ও মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। নারী-পুরুষসহ সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও শ্রেণির মানুষের সমতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানের প্রারম্ভসহ ২৭ থেকে ২৯ অনুচ্ছেদে সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে ২৮(২) অনুচ্ছেদে পুরুষের পাশপাশি রাষ্ট্রীয় ও প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া নারী-পুরুষের সকল ক্ষেত্রে সমতাকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক

ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণপত্রের ১নং অনুচ্ছেদে সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। ঘোষণাপত্রের ২১(২) নং অনুচ্ছেদে প্রতিটি মানুষের সমান রাষ্ট্রীয় সেবা গ্রহণের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

সমতাভিত্তিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ: বাংলাদেশের সংবিধান এবং সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্রের আলোকে নারী-পুরুষের সমঅধিকার এবং উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেশকিছু নীতিগত এবং প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)-এ স্বাক্ষর । পরবর্তীতে নারীর সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে চলমান আইনের পাশপাশি যৌতুক প্রতিরোধ আইন-১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০৩, এসিড দমন আইন-২০০২, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ পাশের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইন-২০১৩ সংশোধন সাপেক্ষে মন্ত্রীসভা এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। এছাড়া ২০০৯ সালে নারীর উপর যৌন হয়রানি প্রতিরোধে বাংলাদেশ হাইকোর্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে। সরকার নারী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা (সংশোধিত-২০১১) প্রণয়ন এবং এর আলোকে দশ বছর মেয়াদি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২০১৩-২০২৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। একই সাথে পারিবারিক নির্যাতন ও সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত নারীর সহায়তার জন্য ১০৯২১ নম্বরের মাধ্যমে হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। সরকার নারী শিক্ষার উন্নয়নে বিনামূল্যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু, ছাত্রীদের উপ-বৃত্তি প্রদান এবং ঝরে পড়া রোধে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এছাড়া নারীর স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে নারীর অভিগম্যতা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীর জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি চার মাস থেকে থেকে বাড়িয়ে ছয় মাসে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে ইউনিয়ন ও পৌরসভায় সংরক্ষিত তিন জন নারী এবং উপজেলায় (এক জন) নারী ভাইস-চেয়ারম্যান এর পাশাপাশি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন পঞ্চাশ-এ উন্নীত করা হয়েছে। নারীদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, সেনাবহিনীতে নারীকর্মী নিয়োগ এবং অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে পিতার নামের সাথে মাতার নাম অন্তর্ভুক্তি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এছাড়া জাতীয় সংসদে নারী স্পীকার নির্বাচন নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বলতম একটি দৃষ্টান্ত। সর্বোপরি, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মাত্র ০৪ টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার বাজেট চালু হলেও বর্তমানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪০ টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৬১,৫৬৭ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-এর লক্ষ্যকে সামনে নিয়েও নারী-পুরুষের সমতার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

নারী ও দুর্নীতি প্রেক্ষাপট: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে নারী পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হলেও পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে দুর্নীতিতে নারীর সম্পৃক্ততা, দুর্নীতি সম্পর্কে নারীর অভিজ্ঞতা এবং নারীর উপর দুর্নীতির প্রভাব পুরুষের চেয়ে ভিন্ন। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এর তথ্য অনুযায়ী, পুরুষের চেয়ে নারী তুলনামুলক বেশি বিশ্বস্ত এবং কম দুর্নীতিগ্রস্ত। ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার ১৫০ টি দেশের উপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, যেসব ক্ষেত্রে নারীদের বেশি সম্পৃক্ততা রয়েছে, সেখানে দুর্নীতির প্রবণতা তুলমামূলক কম। টিআই-এর বৈশ্বিক দুর্নীতি পরিমাপক-২০১৩ অনুযায়ী, নারীরা পুরুষের চেয়ে ঘুষ প্রদানের ক্ষেত্রেও বেশি নেতিবাচক। ২০১৩ সালে ২৭% পুরুষ যেখানে কমপক্ষে একটি প্রতিষ্ঠানে ঘুষ প্রদান করেছে, সেখানে নারীর ক্ষেত্রে এই হার ২২% । অন্যদিকে পুরুষের ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সেবাখাতে এবং বিশেষ করে নারীর নিরাপত্তা, সম্পদে অংশগ্রহণ ও মালিকানা, সিদ্ধান্তগ্রহণসহ নানা ক্ষেত্রে নারী দুর্নীতির শিকার হয় পুরুষের চেয়ে বেশি। ইউনিফেম এর প্রতিবেদন-২০০৮-এ বলা হয়, দুর্নীতির কারণে পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বিশেষ করে যদি সেই দুর্নীতি সরকারি সেবাখাতে হয়ে থাকে। এছাড়া যেহেতু বিশ্বের মোট দরিদ্র মানুষের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী, দুর্নীতির কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীর ন্যায়বিচার ও অধিকার হরণ হচ্ছে। ফলে দুর্নীতির প্রভাবে নারীর দরিদ্র্যতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান: নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে গৃহিত পদক্ষেপসমূহ নারীর উন্নয়নকে গতিশীল করেছে সন্দেহ নেই। তবে গৃহিত পদক্ষেপে নারীর অবস্থার আপাত পরিবর্তন হলেও নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন ও সমতা অর্জনে ব্যাপক ঘাটতি দৃশ্যমান। পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে নারীর প্রতি বৈষম্য নতুন রূপ লাভ করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে দেশে চলমান আইন থাকলেও জাতীয় মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৩ সালে মোট ৪৭৭৭ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। জানুয়ারি ১, ২০১৪ তারিখে দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত, মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে, ২০১৩ সালে মোট ৮১২ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, এর মধ্যে ৮৭ জনকে হত্যা করা হয়েছে। তবে সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত মোট নির্যাতিত নারী ও শিশুর সংখ্যা ৩২০৫ জন। এরমধ্যে ২০৭৫ জন শারীরিক, ৬১২ জন ধর্ষণ, ১৭৭ জন গণধর্ষণ, ২১৫ জন যৌন হয়রানি এবং ১২৬ জন এসিডসহ দগ্ধের শিকার হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার কারণে নারীরা ন্যায়বিচার থেকেও বঞ্চিত। ফতোয়া সংক্রান্ত হাইকোর্টের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা থাকার পরেও প্রতিনিয়ত নারীকে ফতোয়ার শিকার হতে হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার কারণে নারীর অভিগম্যতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে যথাপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়না। দেশের মোট কৃষি শ্রমিকের ৭০ শতাংশ নারী হলেও জিডিপিতে তাঁদের অবদান অবহেলিত রয়েছে। এছাড়া নারীর সমমজুরীর দাবিতে আন্দোলন শুরুর শতবর্ষ পরেও নারীর জন্য পুরুষের সমান মজুরী নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। বিশেষ করে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের মজুরীবৈষম্য নারীর সমঅধিকারকে পদদলিত করছে। পারিবারিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকার পরেও নারীর অংশগ্রহণ, উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমান অধিকার, সম্পদের মালিকানা, হস্তান্তর এবং যেকোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী এখনো অবহেলিত। সেবাখাত বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে নারী নানামুখি বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারীরা এখন পর্যন্ত অনেকটাই আলঙ্কারিক। টিআইবি'র চলমান গবেষণা পার্লামেন্ট ওয়াচ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ি, নবম জাতীয় সংসদের প্রথম তিনটি অধিবেশনে অগৃহীত নোটিসের সংখ্যা ছিলো মোট ৩১৯০টি, এর মধ্যে নারী সদস্যরা দিয়েছিলো মাত্র ১৪২টি যা মোট অগৃহীত নোটিশের ৪%। অন্যদিকে মোট গৃহীত নোটিসের সংখ্যা ছিলো ১৪৪টি যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ ছিলো মাত্র ১৬টি যা মোট গৃহীত নোটিশের ১১%। একই প্রতিবেদন অনুযায়ি, নবম জাতীয় সংসদের প্রথম তিনটি অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে নারী সংসদ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন মাত্র ৩৭ মিনিট ১৬ সেকেন্ড। জাতীয় সংসদে নারীদের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগে নারী সংসদ সদস্যরাও হতাশ। নবম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সরকারি দলের একজন নারী সদস্য এ প্রসঙ্গে বলেন, *"সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের আসলে কোনো কাজ নেই। এমপি হিসেবে আমরা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি; কিন্তু জনগণের কোনো কাজে আসছি না।"* সম্প্রতি গঠিত দশম জাতীয় সংসদে যদিও সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা ও স্পীকার নারী, সংরক্ষিত আসনের বাইরে এবারো ৩০০ আসনে মাত্র ১৯ জন নারী সংসদ সদস্য। আইনের শাসন না থাকা, পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সুশাসনের ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান বিচারহীনতার কারণে আজো নারী-পুরুষের সমতা অনেকটাই কাগুজে বক্তব্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

নারী-পুরুষের বৈষম্য, অসম মর্যাদা এবং পুরুষ কর্তৃক নারীর অধিকার হরণের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। টিআইবি মনে করে, নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম উপাদান সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ। অন্যদিকে নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ করে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নীতিকাঠামো সহ সমাজের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রভাব বৃদ্ধি করতে পারলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধও সহজতর হবে। অতএব নারীর অধিকারকে শুধু কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার, সমান সুযোগ এবং সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৪ উপলক্ষে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে টিআইবি নিম্নলিখিত ১১ দফা দাবি উত্থাপন করছে-

- রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রকাঠামো সহ আর্থ-সামাজিক ও জনজীবনের সকল পর্যায়ে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে;
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপকারী সনদ (সিডও)-এর সংরক্ষিত ধারা-২ 'নারীর প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্যের নিন্দা করে এবং উপযুক্ত সকল উপায় ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুসরণ' এবং ১৬(১)(সি) 'বিবাহ এবং এর বিচ্ছেদ কালে একই অধিকার ও দায়িত্ব' উন্মুক্তকরণসহ সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে;
- নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে বিদ্যমান সকল আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ করতে হবে;
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে সুনির্দিষ্ট জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে;
- 'গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী প্রার্থী মনোনয়ন বৃদ্ধি করতে হবে;
- নারী-পুরুষের সমান মজুরী, নারী শ্রমিকের অনুকূল কর্মপরিবেশ, নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টা ও ন্যায্য ছুটি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- নারীর উপর যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে;
- নারীর উন্নয়নে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে;
- সরকারিভাবে নারীর সমতার লক্ষ্য অর্জনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেল গঠন ও শক্তিশালী পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ করতে হবে;
- নারীর সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণে গণ সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে;এবং
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।

----o----